হালালকে হালাল জানতে হবে
আর হারামকে হারাম জানতে হবে

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর একটি উপদেশ হচ্ছে যে আমাদের সবসময় আল্লাহ্‌কে ভয় করতে হবে। কখনো আল্লাহ্‌কে ভূলো না। আল্লাহ্ তোমাদের দেখছেন। তোমরা কোথাও লুকাতে পারবে না। এবং তোমরা যাই করছ তিনি তা জানেন। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন যে এটি ঈমানের একটি বর্ণনা।

ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) কে বিশ্বাস করা। আল্লাহ্ দেখেন না এমন কোন জায়গা নেই। আল্লাহ্ সব জায়গায় দেখেন। যখন মানুষের ঈমান থাকে তখন এ কথাটি তাদের মনে থাকে এবং তারা যা করবে তা বুঝে শুনে করে। আল্লাহ্ হালাল কি তা দেখিয়েছেন এবং তিনি হারাম কি তা দেখিয়েছেন। হালাল করলে কোন ক্ষতি নেই কারণ আল্লাহ্ তা নিয়ামাত হিসেবে দান করেছেন। নাফসকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য হালাল ত্যাগ করা এক জিনিস আর হালালকে হারাম হিসেবে দেখানো আরেক জিনিস।

আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) বলেন যেসব জিনিসকে তিনি হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম না বলার জন্য। যদি সেগুলো হারাম না হয় তাহলে তুমি তা করতে পারবে। হালাল জিনিসগুলো তুমি খেতে পারবে, পান করতে পারবে এবং করতে পারবে। যদি তুমি হালাল কাজগুলো কর আল্লাহ্‌র জন্য, ঈমান এবং ইবাদাতে শক্তি পাওয়ার জন্য তাহলে সেই কাজগুলোও ইবাদাত হিসবে গণ্য হবে।

এটা সবকিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তোমরা বল যে কিছু জিনিস করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু না, তা সম্ভব। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) সেই জিনিসগুলোকে হালাল করে দিয়েছেন, তাই তোমরা সেগুলো করতে পারবে। তাই হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বোলোনা। যা হারাম তা হারাম। সেটার ব্যাপারে নতুন ফাতওয়া দিও না বা তা নিয়ে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পতিত হয়ো না। হারাম কাজগুলো আলাদা এবং হালাল কাজগুলো আলাদা। হারাম করার সময় তোমাদের আল্লাহ্‌কে ভয় করতে হবে।
কিন্তু হালাল কাজ করার পরে বা হালাল জিনিস ব্যবহার করার পরে মনের ভেতরে কোন সন্দেহবোধ কোরোনা।

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর মাধ্যমে সবকিছুই দেখিয়েছেন। যা

কিছু করণীয় আছে তার সবই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উনাকে দিয়ে করানো হয়েছে। অবশ্য সবাই সেগুলো করতে সক্ষম হয় না আর তার সবকিছু জানার জন্য মানুষকে আলিম হতে হয়। কিন্তু যে কাজগুলো আমাদের করতে হবে সেগুলো পরিষ্কার। শয়তানই শুধুমাত্র কুমন্ত্রণা দিচ্ছে যেহেতু কোন একজন লোক হালালকে হারাম বলে ঘোষণা দিচ্ছে। এবং এটা হারামকে হালাল বলার সমান গুনাহ। আল্লাহ্ আমাদের হিফাযাতে রাখুন। আল্লাহ্ আমাদের সবার জন্য সহজ করে দিন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/৩ জুমাদ আল-আউয়াল ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।